ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 11 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৬৭ ● কলকাতা ● ০৬ আষাঢ়, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২১ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কাশেমকে তৃণমূল দলে নেওয়ায় নওসাদের লাভ হল: তহ্বা সিদ্দিকী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী এবং ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীর তুতো ভাই কাসেম সিদ্দিকীকে সম্প্রতি দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ দিয়েছে তৃণমূল । এ নিয়ে এবার মুখ খুললেন ফুরফুরের পীরজাদা তহ্বা সিদ্দিকী।গত মার্চ মাসে ফুরফুরায় ইফতারে মজলিসে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই কাশেম সিদ্দিকিকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পার্ক

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

আদালতে যাব,এবার শাহকে চিঠি করছেন সুকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জামিনে ছাড়া পেলেন বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডে পুলিশি বাধার মুখে পড়ায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি করছেন সুকান্ত। ২ ঘণ্টা পর লালবাজারের লকআপ থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি। বেরিয়ে এসেই সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন।ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার দুপুরে। মুখ্যমন্ত্রীর খাসতালুক ভবানীপুরে এবং তার আশেপাশেই শুক্রবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তের একের পর এক কর্মসূচি ছিল। সেখানে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদানের পর ১৮৬/বি হরিশ মুখার্জি রোডে চিকিৎসক রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল সুকান্ত মজুমদারের। তিনি বাইকে চিকিৎসকের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু মাঝপথেই পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তিনি। দীর্ঘক্ষণ চলে কথা কাটাকাটি। খবর পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন চিকিৎসকও। তিনিও পুলিশি বাধার মুখে পড়েন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিকালে দিকে দু'জনকেই নিয়ে যাওয়া হয়

এরপর ৩ পাতায়

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যোগাসন মানেই যোগ নয়, এটি যোগের একটি ধাপ মাত্র। জাতিসংঘ ২০১৪ সালে ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। এর পেছনে ভারত সহ আরও কয়েকটি দেশের উদ্যোগ রয়েছে।তারপর থেকে টিভি, রেডিও ও সামাজিক মাধ্যমে যোগাসনের উপকারিতা প্রচার করা হচ্ছে, বিশেষ করে এই দিনে। এতে অনেক মানুষ যোগাভ্যাসে উৎসাহী হয়েছেন। কিন্তু আসলে যোগের সোজা অর্থ হলো জোড়া। জোড়া অর্থ দুটো জিনিস রয়েছে সেই দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া বা জোড়া। প্রশ্ন আসে কার সঙ্গে কাকে জুড়তে হবে?

আমাদের ভিতরে যে আত্মা রয়েছে সেই আত্মাকে পরমাত্মার সাথে জোড়া, ব্যস এটাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন আসে আত্মা কি ?প্রশ্ন আসে পরমাত্মা কি? যখন আমরা জন্ম নিই তখন আমাদের সাথে থাকে কুণ্ডলিনী শক্তি যার ভিতরে আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রগতির রেকর্ড থাকে, আমরা কতদূর পর্যন্ত আধ্যাত্মিক প্রগতি করেছি। এছাড়া আমাদের সাথে থাকে অরা (aura) বা আমাদের আভামণ্ডল, আমাদের সূক্ষ্ম শরীরও বলা হয় একে। আমরা একটা শরীর নিয়ে জন্মাই, মা বাবার যে সমস্ত বংশগত গুণ বা দুর্গুণ থাকে সে সব আমরা শরীরের মাধ্যমে গ্রহণ করি। আর আমাদের ভিতরে থাকে আত্মা, বিশ্বের চেতনাশক্তি যাকে আমরা পরমাত্মা বলে জানি, তারই একটা ছোট অংশ। আমরা এক অনন্ত শক্তির অংশ কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। যেমন, গঙ্গা নদীর জলের যে গুণ রয়েছে আমরা একটা বোতলে সেই গঙ্গা নদীর জল ভরে যদি বাড়ি নিয়ে আসি তবে কি আলাদা হয়ে যাবে? না, দুটো জলের গুণবত্তাই এক। ঠিক একই ভাবে আত্মা রূপে আমাদের মধ্যে পরমাত্মার সমস্ত গুণই বর্তমান। পরমাত্মা হলেন এক বিশ্বচেতনা শক্তি। সেই বিশ্ব চেতনার সাথে নিজে নিজেকে জোড়া। অর্থাৎ আমাদের ভিতরে পরমাত্মার যে ছোট এক অংশ আছে তাকে পরমাত্মার সাথে জোড়া। এটাই যোগ।

তাই আমাদের মনে রাখা দরকার, শুধু যোগাসন করাই যোগ নয়। তাই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্য ধাপগুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

আমাদের দায়িত্ব, প্রত্যেক মানুষের কাছে যোগের আসল উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়া।

নিয়মিত যোগচর্চা করলে মানুষের চিন্তাভাবনা আরও পরিষ্কার ও বর্তমান মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত হয়। এর ফলে নেতিবাচক চিন্তা কমে যায় এবং মন শান্ত হয়। এই সংযোগ আমাদের মনে শান্তি ও ভারসাম্য আনে, যা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। একটা স্থির ও সুস্থ মনের মাধ্যমেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি, এবং ধীরে ধীরে পরমাত্মা বা সার্বজনীন চেতনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। এটা হঠাৎ একদিনে হবে না। যোগের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। আটটি সিঁড়ি পার হতে হবে।

প্রথম যম — অর্থাৎ আপনি যেসব খারাপ কাজ করেন, তা ত্যাগ করাই যম।

দ্বিতীয় নিয়ম — অর্থাৎ আপনাকে জীবনে ভালো কাজগুলো নিয়মিতভাবে করার নিয়ম বানাতে হবে।

তৃতীয় আসন — ধ্যান অভ্যাসের উপযুক্ত হওয়ার জন্য নিয়মিত ভাবে আসন করা।

চতুর্থ প্রাণায়াম — প্রাণায়াম নিয়মিত করলে নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে।

পঞ্চম প্রত্যাহার — যে বিষয়গুলি আমাদের আকর্ষণ করে সেখান থেকে মনকে গুটিয়ে আনা।

ষষ্ঠ ধারণা — ধ্যেয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ছবি মনে তৈরি করাই ধারণা।

সপ্তম ধ্যান — মনকে একাগ্র করে আত্মা আর পরমাত্মা অভিন্ন এই অনুভবে স্থিত হওয়া। একটা চিন্তাহীন নির্বিচার অবস্থাও তৈরি হতে পারে।

অষ্টম সমাধি — দেহাতীত এক আনন্দময় সত্তায় বিরাজ করা।

এখানে আত্মার সন্ধান শেষ হয়ে যায় — "পরমাত্মা আমার মধ্যেই আছে" — এই অনুভূতি আসে, এবং আমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাই।

আমরা অন্তর্মুখী তখনই হতে পারি, যখন অন্তর্মুখী অবস্থার কোনো আধ্যাত্মিক পুরুষ 'সদগুরু' রূপে আমাদের জীবনে আসেন এবং আমরা তাঁর সান্নিধ্যে আত্মসাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করি — তবেই তা সম্ভব হয়।আত্মসাক্ষাৎকার লাভের পরে বাইরের জগতে আর কিছু পাওয়ার থাকে না। তারপরের সব অগ্রগতি নিজেকেই করতে হয়।

যেহেতু যোগাসন যোগ নয়, যোগাসন হল যোগের একটি অঙ্গ মাত্র তাই সমগ্র যোগ আমাদের শিখতে হবে! সমর্পণ ধ্যানযোগ হলো একটি সমগ্র যোগ। এটি আমাদের সমাধি পর্যন্ত যাত্রা করাতে পারে। আমাদের যা করতে হবে, তা হলো কেবল ৩০ মিনিট ধ্যানের জন্য প্রত্যেক দিন সময় দিয়ে বসতে হবে;ধ্যান হোক বা না হোক, ৩০ মিনিট সদগুরুর নামে বসতেই হবে। সদগুরু হলেন এমন এক পবিত্র ও শুদ্ধ সত্তা যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব চেতনা শক্তি প্রবাহিত হয়। আমরা সহজেই তাঁর উপর চিত্ত রেখে পরমাত্মার সাথে জুড়তে পারি।

আর সেই সময় যদি চিন্তা আসে, তবে সেগুলো থামানোর চেষ্টা করার দরকার নেই, কেবল চিন্তাগুলোকে দ্রষ্টা হয়ে লক্ষ্য করতে হবে। পরে অনুভব হবে , চিন্তাগুলো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

সমর্পণ ধ্যান সম্পূর্ণ বিনা খরচে শেখা যায়।

সমর্পণ ধ্যান শিখতে চাইলে, আজই এই (+91 99034 90330 / +91 861-7422352 / +91 86973 49477) নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করুন। **ক্রমশঃ**

(১ম পাতার পর)

কাশেমকে তৃণমূল দলে নেওয়ায় নওসাদের লাভ হল: তহ্বা সিদ্দিকী

সার্কাসেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করতে দেখা যায় তাকে। এরপর তৃণমূল তাঁকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদও দিয়েছে। এতদিন এ ব্যাপারে চুপ ছিলেন তহ্বা। এবার কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন, যা রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে শাসকদল তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বা কাশেমের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রতিক্রিয়া এলে প্রতিবেদনে আপডেট করা হবে।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাশেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তহ্বা সিদ্দিকীর দাবি, "কাশেমকে তৃণমূল দলে নেওয়ায় এবং উচ্চ পদ দেওয়ায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা ভয়ঙ্কর খেলা খেলবে।"

এখানেই না থেমে তহ্বা এও দাবি করেছেন, "কাশেমকে তৃণমূল দলে নেওয়ায় লাভ হল নওসাদের। ভাঙড়ে ও তো জিতবেই, সঙ্গে আরও দু'তিনটে আসন পেতে পারে ওর দল আইএসএফ।"

কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তহ্বা সিদ্দিকী। তাঁর কথায়, "এই কাশেম তো সব ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে গালাগালি দিত। আনিস খান কাণ্ড থেকে শুরু করে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলকে গালমন্দ করেছেন, তাকে তৃণমূল রাজ্য সম্পাদকের পদ দিলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে তো ক্ষোভ তৈরি হবেই।"

একই সঙ্গে এও বললেন, "আমি কখনও সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাল কাজ করেছেন তাই তাকে সমর্থন করেছি।"

স্বভাবতই, সংখ্যালঘুদের মুখ হিসেবে পরিচিত তহ্বার এদিনের প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি কাশেমকে 'পচা আলু'র সঙ্গে তুলনা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। এ ব্যাপারে শওকতের পাশেই দাঁড়িয়েছেন তহ্বা। তিনি বলেন, "শওকত মোল্লা অনেক দুঃখে কষ্টে এই ধরনের কথা বলছেন। কারণ, তৃণমূলের কর্মীরা ভাবছেন যারাই দলকে দলের নেতৃত্বকে গালাগাল দেবে তারাই দলের পদ পাবে। আমে দুধে মিশে যাবে আঁটি গড়াগড়ি খাবে!"

(১ম পাতার পর)

আদালতে যাব,এবার শাহকে চিঠি করছেন সুকান্ত

লালবাজারে। কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেওয়া হয় চিকিৎসককে। দু'ঘণ্টা পর লালবাজার থেকে জামিনে মুক্তি পান সুকান্ত। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে জানিয়ে দিলেন।সুকান্ত বলেন, "আমার দ্বারা যদি কারোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, চার হাজার পুলিশ দিয়ে আমাকে ঘিরে নিয়ে আমাকে যান। আমি তো পুলিশকেই বলেছিলাম আমাকে পৌঁছে দিন। এটা বেআইনি কাজ হয়েছে।" বিষয়টি নিয়ে স্পিকারের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। বলেন, "আমি প্রিভিলেজ মোশন আনার জন্য স্পিকারকে চিঠি লিখব। আদালতে যাব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও চিঠি করব। আদালতে যাব, আদালতের অনুমতি নেব।" পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল, তারপরও বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুকান্ত।

রাষ্ট্রপতি তপোবন এবং রাষ্ট্রপতি নিকেতনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ জুন, ২০২৫

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেরাদুনে আজ রাষ্ট্রপতি তপোবন এবং রাষ্ট্রপতি নিকেতনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে দর্শনার্থীদের সুবিধা কেন্দ্র, রেস্তোরাঁ এবং একটি স্যুভেনির শপেরও উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি নিকেতনে রাষ্ট্রপতি উদ্যানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। গতকাল তিনি রাষ্ট্রপতি নিকেতনে অ্যাম্ফিথিয়েটারের উদ্বোধন

করেছেন।

রাষ্ট্রপতির তপোবনটি দেরাদুনের রাজপুর রোডে হিমালয়ের পাদদেশে রাষ্ট্রপতি আবাসনে গড়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিক এই আলয়টিতে পরিবেশগত সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশীয় গাছপালার ঘন বন পরিবেষ্টিত এই তপোবনে ১১৭টি প্রজাতির উদ্ভিদ, ৫২ রকমের প্রজাপতি, ৪১ রকমের পাখি এবং সংরক্ষিত প্রজাতির কয়েকটি প্রাণী ছাড়াও ৭টি বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক বাঁশঝাড় এবং বনভূমিও রয়েছে।

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি

এরপর ৬ পাতায়

দমদম-মধ্যমগ্রাম-চিনারপার্কের বহুতলগুলোকে নিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই এই শঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কলকাতা বিমানবন্দরের সংলগ্ন এলাকা, রাজারহাট, নিউটাউন, চিনারপার্ক, বাগুইআটি চত্বর, মধ্যমগ্রাম সংলগ্ন দোলতলায় বিটি কলেজ এলাকায় বহুতলগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে! এবার বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পৌরসভার। কলকাতায় জি+৮ উপরে বহুতলের অনুমতি নয়।বিমানবন্দরের ফানেল জোন ঘিরে যে বিধিনিষেধ আগে থেকেই ছিল, তা রক্ষণাবেক্ষণে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। মধ্যমগ্রামের ২৬, ২৭ এবং ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে দু'তলার বেশি ভবন নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এবার সেইসব নিয়ম আরও কঠোরভাবে কার্যকর হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, দেশের সব বিমানবন্দরকেই আলাদা করে সতর্ক করা হয়েছে অসামরিক বিমান মন্ত্রকের তরফে। কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায় যে সকল বিষয়গুলো, সেগুলিকে নিয়ে ডিজিসি-এর সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক হয়। তাতে দেশের সমস্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডিএমের কাছে অভিযোগ করেছে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন অংশে উচ্চ বহুতলের অনুমতি নয়। জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

মধ্যমগ্রাম, বিধাননগর, উত্তর

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

লোকসভা ভোটে বিজেপি খরচ করেছে ১,৪৯২ কোটি টাকা

কথায় বলে, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'। জনতা জনার্দনের মন জিতে ভোট বৈতরণী পার হতে দু'হাতে টাকা খরচ করে চলেছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে দেশে লোকসভা ভোটের সঙ্গে ওড়িশা অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।জাতীয় রাজনীতিতে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে লড়ার জন্য চাঁদা এবং অনুদান বাবদ ঘাসফুল শিবিরের কোষাগারে জমা পড়েছিল ৩৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। ওই টাকার কয়েকগুণ বেশি টাকা খরচ করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকে। লোকসভা ভোটে লড়তে তৃণমূল কংগ্রেস খরচ করেছে ১৪৭.৬৮৫ কোটি টাকা।

ওই নির্বাচনে দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর খরচের বহর শুনলে ভিমরি খাবেন। শুধু লোকসভা ভোটের জন্যই রাজনৈতিক দলগুলো খরচ করেছিল ৩ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার বেশি। তার মধ্যে বিজেপি-কংগ্রেস সহ ছয়টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল খরচ করেছিল ২২০২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। আর আঞ্চলিক দলগুলো খরচ করেছিল ১১৪৭.৮৮৫ কোটি টাকা। খরচের ক্ষেত্রে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে দেশের শাসকদল বিজেপি। রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত খরচের ৪৫ শতাংশই ব্যয় করেছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের দল। এমনই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছে নির্বাচন সংক্রান্ত বেসরকারি নজরদারি সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোট এবং চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আয়-ব্যয় নিয়ে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ওই বিস্তারিত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে আজ শুক্রবার (২০ জুন) এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)।ওই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, লোকসভা এবং চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের জন্য অনুদান-চাঁদা বাবদ বিজেপির তহবিলে জমা পড়েছে ৬২৬৮ কোটি টাকা। ওই টাকার মধ্যে লোকসভা ভোটের জন্য মোদির দল খরচ করেছে ১,৪৯২.৩৯৫ কোটি টাকা। আর অরুণাচল প্রদেশের বিধানসভা ভোটের জন্য খরচ করেছে ১.৫১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পদ্ম শিবিরের খরচ হয়েছে ১৪৯৩.৯১ কোটি টাকা।

ভোটের জন্য চাঁদা-অনুদান আদায় এবং খরচের ক্ষেত্রে বিজেপির পরেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস। রাহুল গান্ধির দল অনুদান বাবদ পেয়েছে ৫৯২.৪৮৪ কোটি টাকা। তবে যে টাকা তহবিলে জমা পড়েছে তার চেয়ে বেশি টাকা খরচ করতে হয়েছে হাত শিবিরকে। শুধু লোকসভা ভোটের জন্য কংগ্রেসের খরচ হয়েছে ৬২০.১৪ কোটি টাকা।

'সর্বহারা' আর মেহনতী মানুষের দল হিসাবে পরিচিত সিপিএম চাঁদা ও অনুদান বাবদ আয় করেছে ৬২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। আর ভোট লড়তে খরচ করেছে ১৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টির কোষাগারে জমা পড়েছিল ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। ঝাড়ু পার্টি খরচ করেছে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আর এক জাতীয় দল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা) চাঁদা ও অনুদান বাবদ কোনও অর্থ সংগ্রহ করেনি। তবে ভোট লড়তে খরচ করেছে ৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

পুজো করার পাশাপাশি লক্ষ্মী মহা মন্ত্র পাঠ করলে বাচ্চাদের মনোযোগ ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। ফলে পড়াশোনায় উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে পরিবারের বাকি সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভের পথও প্রশস্ত হয়। প্রসঙ্গত, যারা ব্যবসা করেন, তারা যদি তাদের অফিসে মায়ের মূর্তি রাখতে পারেন, তাহলে ব্যবসায় উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

দমদম-মধ্যমগ্রাম-চিনারপার্কের বহুতলগুলোকে নিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভাকে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে মন্ত্রী হিসেবে নির্দেশ দিলেন ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং বিভাগের ডিজিকে কলকাতার বিষয়ে নির্দেশ দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

যারা ইতিমধ্যে কলকাতায় অনুমতি পেয়েছে, তাদেরকে আটকানো হবে না। কিন্তু নতুন করে G+8 এর বাইরে অনুমতি নয়।

গত ১২ জুন, আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী অভিশপ্ত AI 171 বিমান, ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ে ওই এলাকারই মেডিক্যাল কলেজের একটি হস্টেলের ওপর। ওই বিমানে ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন। একজন বাদে প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়। ওই মেডিক্যাল কলেজেরও একাধিক জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা কলকাতাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

সূত্রের খবর, এই ঘটনার পরই বিমানবন্দর সংলগ্ন একাধিক পুরসভাকে নোটিস পাঠিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। নির্দেশ স্পষ্ট-বিমানবন্দর থেকে ২০ কিমি সীমানার মধ্যে কোনও বহুতল নির্মাণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে এয়ারপোর্ট অথরিটির ছাড়পত্র নিতে হবে। এর আগে এই সীমারেখা ১০ কিমির মধ্যে ছিল। এবার সেই পরিধি বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। ফলে নতুনভাবে এই নিয়মের আওতায় আসছে মধ্যমগ্রাম, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর দমদম এবং বিধাননগরের একাধিক এলাকা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই অমাবস্যাকে তাই দীপান্বিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে দীপ জ্বালান এক অতি প্রাচীন রীতি। জৈন কল্পসূত্র অনুযায়ী এই রাত্রিতে মহাবীরের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল; জৈন মতে তিনি পরম 'মুক্তি' লাভ করেছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিজ্ঞাপন

শ্রী হরে-কৃষ্ণা স্পঞ্জ আয়রন লিমিটেড ₹29.91 কোটি মূল্যের আইপিও চালু করলো

কলকাতা / রায়পুর, জুন ২০২৫

স্পঞ্জ আয়রনের উৎপাদন ও বিক্রয়ে নিয়োজিত শীর্ষস্থানীয় সংস্থা শ্রী হরে-কৃষ্ণা স্পঞ্জ আয়রন লিমিটেড NSE ইমার্জ প্ল্যাটফর্মে তাদের প্রাথমিক শেয়ার ইস্যু (IPO) ঘোষণা করেছে। এই ইস্যু ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে খুলবে এবং ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে বন্ধ হবে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ₹৫৬ থেকে ₹৫৯ নির্ধারিত হয়েছে।

এই আইপিও-র মাধ্যমে ৫০,৭০,০০০টি নতুন ইকুইটি শেয়ার ইস্যু করা হবে এবং উচ্চ প্রাইস ব্যান্ড অনুযায়ী ₹ ২৯.৯১ কোটি তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ইস্যুটির লিড ম্যানেজার হিসেবে রয়েছে হেম সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং রেজিস্ট্রার হিসেবে কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড দায়িত্ব পালন করছে।

লিস্টিং প্ল্যাটফর্ম: NSE ইমার্জ

নোমিনাল ভ্যালু: ₹১০ প্রতি শেয়ার

মিনিমাম লট সাইজ: ২০০০ শেয়ার

শেয়ার বরাদ্দের বিবরণ:

যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা (QIB): ২৪,০২,০০০ শেয়ার

অ-প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী (NII): ৭,২৪,০০০ শেয়ার

খুচরা ব্যক্তি বিনিয়োগকারী (RII): ১৬,৮৬,০০০ শেয়ার

মার্কেট মেকার: ২,৫৮,০০০ শেয়ার

আইপিও থেকে সংগৃহীত অর্থের ব্যবহার:

রায়পুরের সিলতারা ইউনিটে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য: ₹২৩ কোটি

সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে

কোম্পানির প্রোফাইল:

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, শ্রী হরে-কৃষ্ণা স্পঞ্জ আয়রন লিমিটেড-এর সদর দপ্তর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অবস্থিত। কোম্পানিটির উৎপাদন ইউনিট ১৩.৪৫ একর জমিতে বিস্তৃত এবং ৩০,০০০ মেট্রিক টন বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। সংস্থাটি ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 এবং ISO 45001:2018 দ্বারা সার্টিফায়েড।

আর্থিক তথ্য (FY25):

রাজস্ব: ₹৮০.৪৭ কোটি

EBITDA: ₹১০.৭৮ কোটি (EBITDA মার্জিন: ১৩.৪০%)

PAT: ₹৯.২০ কোটি (PAT মার্জিন: ১১.৪৩%)

ROCE: ~১৫%

নেতৃত্ব:

শ্রী মনোজ পারসরমপুরিয়া – চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মোটর বাইকের ধাক্কায় আহত এক মহিলা সহ দুই যুবক

পার্থ ঝা,মানিকচক

বাইকের ধাক্কায় আহত এক গর্ভবতী মহিলা সহ দুই যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের ভুতনি থানার অন্তর্গত ভূতনি ব্রিজ এলাকায়। জানা গেছে আহত মহিলার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া মন্ডল(২২)। বাড়ি ভূতনির শংকরটোলা এলাকায়। আরো আহত দুই যুবকের নাম অসিত মন্ডল(২৮) এবং নিপেন মন্ডল(১৮) উভয়ের বাড়ি ভূতনি থানার অন্তর্গত ডোমনটোলা এলাকায়।

ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, আহত মহিলাটি গর্ভবতী থাকার কারণে মালদা থেকে চিকিৎসা করিয়ে ভূতনি শংকরটোলা বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া এবং তার স্বামী বাইক নিয়ে ভুতনি ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন।তাদের পিছনে বাইক নিয়ে দাড়াই অসিত। সেই সময় হঠাৎ করে একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে প্রথমে অসিত মন্ডলের বাইকে ধাক্কা মারে। এরপর বিষ্ণুপ্রিয়া দের মোটরবাইকে সজরে ধাক্কা মারে বাইকটি। ফলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ তিনজন। ফলে গুরুতর আহত হয় মহিলাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা উদ্ধার করে ওই গর্ভবতী মহিলাটিকে চিকিৎসার জন্য মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে ঘাতক বাইক এবং বাইক চালককে আটক করে ভূতনি থানার পুলিশ বলে খবর।

বিহারের সিওয়ানে ৫ হাজার ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিহারের সিওয়ানে ৫ হাজার ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাবা মহেন্দ্রনাথ, বাবা হংসনাথ, মাতা ভবানী এবং মা অম্বিকা ভবানীর উদ্দেশে। দেশরত্ন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের স্মৃতিচারণা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের সিওয়ান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সংবিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই ভূমির সন্তান ব্রজকিশোর প্রসাদ কাজ করে গেছেন মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে।

আজ যেসব প্রকল্পের সূচনা হ'ল, সেগুলি সিওয়ান, সাসারাম, বক্সার, মোতিহারি, বেতিয়া এবং আরা অঞ্চলের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। এইসব উদ্যোগের সুবাদে দরিদ্র, দলিত, মহাদলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁর সাম্প্রতিকতম বিদেশ সফরে সারা বিশ্বের নেতাদের কাছ থেকে ভারতের দ্রুত বিকাশ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত ইতিবাচক বক্তব্য শুনেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতের যাত্রায় বিহার বড় ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই রাজ্যে বেহাল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চিত্র যেভাবে পাল্টে গেছে, তা এখানকার মানুষেরই অবদান বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। আগের আমলে ভুল নীতির জন্যই এই রাজ্যের বহু মানুষকে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজতে যেতে হ'ত বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। বর্তমানে শ্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে বিহার বিকাশের পথে ফিরে এসেছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০-১১ বছরে এই রাজ্যে প্রায় ৫৫ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক তৈরি হয়েছে। ১.৫ কোটি বাড়িতে বিদ্যুৎ ও জলসংযোগ পৌঁছে গেছে। রাজ্য জুড়ে তৈরি হয়েছে ৪৫ হাজার সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র। এই বিকাশ যাত্রায় যাতে কোনও মহল বাধা সৃষ্টি না করতে পারে, সেজন্য মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দীর্ঘ সময়ে দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের স্লোগানই শুধু শোনা যেত। কিন্তু, বাস্তবে এক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে বিগত দশকে। এই সময়ে ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছেন।

বর্তমান সরকার আবাসন সহ রেশন, বিদ্যুৎ ও জল পরিষেবা নিখরচায় কিংবা খুবই কম খরচে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র সিওয়ান জেলাতেই ৪.৫ লক্ষ পরিবার নলবাহিত জলসংযোগ পেয়েছেন। জোরদার করা হচ্ছে নিকাশি ব্যবস্থাপনারও।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সংবিধান সকলের সমান সুযোগের কথা বলে। সেই অনুযায়ী, 'সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশ' – এর মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে তাঁর সরকার। কিন্তু, আগে দেশের বদলে পারিবারিক উন্নতিতেই বেশি জোর দেওয়া হ'ত। এই পরিবারবাদী রাজনীতির কঠোর বিরোধিতা করেছেন সংবিধানের অন্যতম রূপকার ডঃ বি আর আম্বেদকর। সম্প্রতি ডঃ আম্বেদকরের আলোকচিত্র অসম্মানিত হওয়ার ঘটনা ক্ষমার অযোগ্য বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। এজন্য একটি রাজনৈতিক দলকে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিহারের মানুষ বাবাসাহেবের অসম্মান মেনে নেবেন না বলে তিনি নিশ্চিত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং, শ্রী জিতন রাম মাঞ্জি, শ্রী গিরিরাজ সিং, শ্রী চিরাগ পাসওয়ান প্রমুখ।

আজ প্রধানমন্ত্রী বিহারে যেসব প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন, তার মধ্যে রয়েছে - ৪০০ কোটি টাকার বৈশালী - দেউরিয়া রেল প্রকল্প। পাটলিপুত্র ও গোরখপুরের মধ্যে (ভায়া মুজফ্ফরপুর ও বেতিয়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন তিনি। এছাড়াও, "মেক ইন ইন্ডিয়া – মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড" কর্মসূচিকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে মারহৌরা প্ল্যান্টে তৈরি অত্যাধুনিক লোকোমোটিভের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই কারখানায় তৈরি ইঞ্জিন রপ্তানী হবে গিনি প্রজাতন্ত্রে। নমামি গঙ্গে কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে রূপায়িত ৬টি নিকাশি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রেরও উদ্বোধন হ'ল তাঁর হাতে। এছাড়াও, বিহারের বিভিন্ন শহরের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি নিকাশি ও জল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। বিহারে ৫০০ এমডব্লিউএইচ ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে মুজাফ্ফরপুর, মোতিহারি, বেতিয়া, সিওয়ান এবং আরও কয়েকটি শহরের ১৫টি গ্রিড সাব-স্টেশনে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) – এর আওতায় ৫৩ হাজার ৬০০রও বেশি প্রাপককে প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করেন তিনি। এছাড়াও, ঐ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬ হাজার ৬০০টি বাড়ির চাবি তুলে দেন প্রাপকদের হাতে।

(৩ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি তপোবন এবং রাষ্ট্রপতি নিকেতনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি

নিকেতন নামক এই রাষ্ট্রপতি আবাসটি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত। ২১ একর জায়গা জুড়ে এই এলাকায় রয়েছে পদ্মপুকুর, ঐতিহাসিক গৃহ, বাগিচা এবং আস্তাবল। রাষ্ট্রপতি উদ্যানে ১৩২ একর এলাকায় রয়েছে পার্ক, যেখানে প্রাকৃতিক জৈব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখা যায়। দিব্যাঙ্গদেরও এই এলাকা ঘুরে দেখার সুযোগ রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নিকেতন, রাষ্ট্রপতি তপোবন এবং রাষ্ট্রপতি উদ্যানকে নিয়ে জৈব বৈচিত্র্যের বিষয়ে একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। বইটিতে প্রজাপতি, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী সহ নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি রয়েছে। রাষ্ট্রপতি তপোবন এবং রাষ্ট্রপতি নিকেতন ২৪ জুন এবং ১লা জুলাই জনসাধারণের ঘুরে দেখার জন্য খুলে দেওয়া হবে।

রাষ্ট্রপতি দেরাদুনে দৃষ্টিহীনদের স্বশক্তিকরণের জন্য জাতীয় ইন্সটিটিউটটি ঘুরে দেখেন। সেখানে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেন। তিনি মডেল বিদ্যালয়, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং কম্পিউটার পরীক্ষাগার ও প্রদর্শনীস্থলও ঘুরে দেখেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের প্রতি কিভাবে যত্ন নেওয়া হচ্ছে তার ভিত্তিতেই দেশ ও সমাজের অগ্রগতিকে বিচার করা হয়। ভারতের ইতিহাস অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অনুভূতিপ্রবণ নানা উৎসাহজনক কর্মকাণ্ডে ঘেরা। আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে সবসময় মানব ভালোবাসার নানান দিক ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, সুগম্য ভারত অভিযানের মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়ন এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের সম যোগদানে উৎসাহ দেওয়া হয়। পরিবহণ, তথ্য যোগাযোগ পরিমণ্ডলসহ যাবতীয় ক্ষেত্র যাতে সুগম করে তোলা যায় সরকার তার ওপর জোর দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকের যুগ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে দিব্যাঙ্গরাও জীবনের মূলস্রোতে যোগ দিয়ে সমাজের জন্য নানা কাজ করতে পারেন। তিনি বলেন, দৃষ্টিহীন দিব্যাঙ্গদের স্বশক্তিকরণের জন্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটটি তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিবহাল করে তুলতে অগ্রবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যাতে দিব্যাঙ্গরা এগিয়ে যেতে পারেন সে ব্যাপারে সমাজের যত্নশীল হওয়া উচিত বলে তিনি জানান।

সিনেমার খবর

সুচিত্রা সেনকে কেন মহানায়িকা মানেন না লিলি চক্রবর্তী?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুচিত্রা সেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহানায়িকা। তার এক ঝলক পাওয়ার জন্য সে সময় হন্যে হয়ে পড়ে থাকতেন ভক্তরা। তাকে ঘিরে তটস্থ থাকত গোটা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। সিনেমা দুনিয়া ছেড়ে যখন অন্তরালে চলে গেলেন মহানায়িকা, তখনও তাকে ঘিরে রহস্য। এমনকি আজও সুচিত্রা ম্যাজিকে বুঁদ আপামর বাঙালি। কিন্তু সবার প্রিয় মহানায়িকা সুচিত্রাকে একেবারেই মহানায়িকা মানতে নারাজ বাংলা সিনেমার বর্ষীয়ান অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী। তার কাছে সুচিত্রা নন, বাংলা সিনেমা মহানায়িকা যদি কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বরাবরই সুচিত্রা, সাবিত্রী ও সুপ্রিয়ার মধ্যে পর্দার লড়াই লেগেই থাকত। এমনকি, এই তিন নায়িকার মধ্যে কাকে উত্তমের পাশে ভালো মানায়, তা নিয়েও নানা তর্ক-বিতর্ক চলত। তবে এই লড়াইকে যেন ছাপিয়ে যান সুচিত্রা। এই তিন নায়িকার ঝুলিতে বক্স অফিসে প্রচুর হিট থাকলেও সুচিত্রার ম্যাজিকই ছিল যেন একটু বেশি প্রখর। অন্তত সেই সময়ের ফিল্মবোদ্ধারা তেমনই মনে করতেন। তবে লিলি চক্রবর্তীর কাছে বিষয়টা একেবারেই আলাদা।

সম্প্রতি আড্ডা স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে লিলি চক্রবর্তী জানান, মহানায়িকা বলতে গেলে সাবিত্রীদিকে বলা উচিত, চেহারা হয়তো নয়, কিন্তু অভিনয়ের দিক থেকে তিনিই মহানায়িকা। তিনি বলেন, সাবিত্রী যেকোনো চরিত্রেই এত সাবলীল অভিনয় করতেন যে, যেটার ধারেকাছে সুচিত্রা সেন যেতে পারতেন না। তবে হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিতে সুচিত্রাকে সবাই খুবই পছন্দ করত।

৩০ বছর পর Trimurti ফিরছেন King-এ

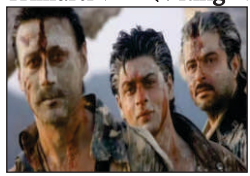

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হ্যাঁ, শাহরুখ খান, অনিল কাপুর এবং জ্যাকি শ্রফ – এই ত্রিমূর্তি আবার ফিরছেন। তারা একসঙ্গে কিং ছবিতে কাজ করতে চলেছেন। এই ছবিটির শুটিং শুরু হবে ২০ মে থেকে। "ত্রিমূর্তি" (১৯৯৫) ছবিতে এই তিনজনকে একসঙ্গে প্রথম ও শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল।

এই ত্রয়ীর একসঙ্গে কাজ করা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ বেশি। কারণ, এই তিন তারকাকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখা গেছে, তা হলো ১৯৯৫ সালের "ত্রিমূর্তি" ছবিতে, যেখানে তারা তিন ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। "ত্রিমূর্তি" ছবির পরিচালক ছিলেন মুকুল আনন্দ।

"কিং" ছবিতে, শাহরুখ খানের মেন্টরের চরিত্রে দেখা যেতে পারে অনিল কাপুরকে। তবে জ্যাকি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ছবিতে রানি মুখার্জি যোগ দিয়েছেন।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এখনও পর্যন্ত কোন তারকারা কিং সিনেমায় অভিনয় করবেন:

শাহরুখ খান
অভিষেক বচ্চন
আরশাদ ওয়ারসি
রানি মুখার্জি
দীপিকা পাড়ুকোন
সুহানা খান
অভয় ভার্মা
জয়দীপ আহলাওয়াত
অনিল কাপুর
জ্যাকি শ্রফ

'ফেরা'-য় আবারও জুটি বাঁধছেন সোহিনী-ঋত্বিক, বাংলা সিনেমায় অভিষেক এই বর্ষীয়ান অভিনেতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই প্রথমবার বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। সিনেমার নাম 'ফেরা'। এই সিনেমায় মুখ্যভূমিকায় অভিনয় করছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী ও সোহিনী সরকার। প্রযোজনায় নন্দী মুভিজ।

পরিচালক এই ছবি নিয়ে বলছেন, ফেরা এমন এক গল্প, যেটা বড় করে কিছু বলে না—বরং যেটা বলা হয় না, তাকেই জায়গা দেয়।এই ছবি আমার কাছে অনেকটা নিজের ভিতরে ফিরে তাকানোর চেষ্টা। আমার নিজের বড় হয়ে ওঠা যেহেতু মফস্বলের ছোট্ট শহরে, তাই এই ছবির প্রতিটা চরিত্রকেই আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি এবং খানিকটা বেঁচেছি।

মফস্বল ছেড়ে বড় শহরের রোজনামচাতে বহুবার মনে হয়েছে আমরা কতটা ছুটছি, কেন ছুটছি, আর সেই দৌড়ের শেষে আদৌ কিছু বদলায় কি না—এই সব প্রশ্ন। এই ছবি মধ্যবিত্ততার, ক্লান্তির, আর সম্পর্কের সেই দিকগুলো নিয়ে কথা বলে, যেগুলো খুব সাধারণ, ও সত্যি। ফেরা কোনও চূড়ান্ত উত্তরে উত্তীর্ণ করে না। কিন্তু কিছুটা থেমে, কিছুটা বোঝার সুযোগ তৈরি করে।'

অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী বলেছেন ফেরা ছবির অংশ হতে পেরে তিনি ভীষণ উৎসাহিত। পৃথা যেভাবে ভাবেন এবং তাঁর গল্পগুলোকে পর্দায় তুলে ধরেন — সেই সংবেদনশীলতা আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ঋত্বিক সবসময়ই প্রশংসা করেছে । কিংবদন্তি অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্রর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করা তাঁর কাছে এক বিরাট সম্মানের বিষয়।

সঞ্জয় মিশ্র (ছবি সৌজন্যে: IANS)

অভিনেত্রী সোহিনী সরকার বলেন 'ফেরা'-য় তাঁর চরিত্রটি যদিও সংক্ষিপ্ত, তবে গল্পের প্রেক্ষিতে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। অনেক সময় চরিত্রের দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রভাবটাই বড় হয়ে ওঠে। এই সিনেমাটির অংশ হতে পেরে সোহিনী খুবই খুশি।

দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েই চা ব্রেকে গেলেন যশস্বী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ড, বাজ়বল এবং জ্যাজ়বল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ মরসুম খুব ভালো কাটেনি যশস্বী জয়সওয়ালের। ইংল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি সারতে ভারত এ দলের সঙ্গেই পাঠানো হয়েছিল। ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে সেই পরিচিত ছন্দে পাওয়া যায়নি। একটা আশঙ্কা ছিলই। প্রথম ইংল্যান্ড সফর। যশস্বীই ভারতীয় ব্যাটিংয়ের উইক পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবেন না তো! লিডসে সিরিজের প্রথম টেস্টেই তার জবাব দিয়ে দিলেন ভারতের তরুণ বাঁ হাতি ওপেনার। দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েই চা ব্রেকে যশস্বী। ক্যাপ্টেন শুভমন গিলও খেলছেন দুর্দান্ত।

ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছিল বাজ়বল নিয়ে। অনেকেই বলছিলেন, ভারতের মাটিতে বাজ়বল সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সেই সিরিজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জ্যাজ়বল। যশস্বী জয়সওয়াল ডাবল সেঞ্চুরি সহ সেই সিরিজে ৭০০-র বেশি রান করেছিলেন। ভারতের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক সিরিজে ৭০০ প্লাস রানের রেকর্ড গড়েছিলেন।

ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট, প্রথম ইনিংস। দুর্দান্ত কিছু ড্রাইভ দেখা যায় যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটে। মনেই হয়নি, প্রথম বার ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলছেন। স্কোয়ার কাটে একটি ছয় চোখ ধাঁধানো। সংক্ষিপ্ত টেস্ট কেরিয়ারে সব মিলিয়ে পঞ্চম সেঞ্চুরি। ১৪৪ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেই বিরাট একটা লাফ দেন যশস্বী। দুর্দান্ত সেলিব্রেশন। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। এই সিরিজেও যেন জ্যাজ়বলই দেখা যাবে। তবে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছেও অবশ্য আত্মতুষ্টিতে দেখা যায়নি। চা বিরতি থেকে ফিরেও একইরকম ফোকাস ধরে রেখে ব্যাটিং চালিয়ে যান। যদিও ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন বেন স্টোকসের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে ফেরেন যশস্বী।

লাতিন আমেরিকার তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপে ইকুয়েডর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লাতিন আমেরিকা অঞ্চল থেকে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পর তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ইকুয়েডর। বাছাইপর্বে পেরুর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে দলটি। এর মাধ্যম পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাচ্ছে দলটি।

বুধবার পেরুর বিপক্ষে ম্যাচটি পুরো ১১ জন নিয়ে শেষ করতে পারেনি ইকুয়েডর। ৭৫তম মিনিটে এলান ফ্রাঙ্কো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে শেষ সময়টা ১০ জন নিয়েই খেলে ইকুয়েডর।

এই ড্রয়ে ১৬ ম্যাচ শেষে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বের টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ইকুয়েডর। টানা তিন ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করলেও গুরুত্বপূর্ণ এই এক পয়েন্টেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে তাদের। একই দিনে ঘরের মাঠে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের একমাত্র গোলে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। আর আগের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

এ পর্যন্ত বিশ্বকাপের মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোসহ ১৩টি দল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর। এছাড়া, সরাসরি খেলা নিশ্চিত করেছে এশিয়ার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান, জর্ডান, ইরান, অস্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে নিউজিল্যান্ড।

মেসিকে তুলে নেওয়ার কারণ জানালেন স্কালোনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের টিকিট আগেই নিশ্চিত করলেও কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি আর্জেন্টিনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রস্তুতি ও দলের ছন্দ ঠিক রাখার মঞ্চ হিসেবে। যদিও জয়ের দেখা মেলেনি, তবে পিছিয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আলবিসেলেস্তেরা।

ম্যাচ শেষে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। বিশেষ করে থিয়াগো আলমাদার প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তিনি। আলমাদার দুর্দান্ত গোলে সমতায় ফিরেছিল আর্জেন্টিনা। স্কালোনি বলেন, 'ওর (আলমাদা) সবচেয়ে বড় শক্তি হলো দায়িত্ববোধ ও বল চাওয়ার সাহস। আজ সে অসাধারণ খেলেছে। ওর মতো খেলোয়াড় দলে থাকলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।'

এদিকে ম্যাচ শেষে প্রশ্ন উঠেছে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় মেসিকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গেও। কারণ সাধারণত মেসি পুরো ম্যাচ খেলে থাকেন। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্কালোনি বলেন, 'মেসিকে তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। যখন দেখল আমরা দু'টি পরিবর্তন আনছি, তখন নিজেই এসে বলল তাকে তুলে নেওয়াই ভালো হবে। আমি তাই তাকে বদলি করি। না হলে আমি তাকে তুলতাম না। আপনি জানেন, আমি ওকে কীভাবে দেখি।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR